ST. LAWRENCE HIGH SCHOOL

A JESUIT CHRISTIAN MINORITY INSTITUTION

Sub: Bengali Text Study Material **Class:** 8 **Date:** 07.05.2020

তোতাকাহিনী — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- **লেখক পরিচিতি ঃ** বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, ছোট গল্পকার, নাট্যকার ও প্রবন্ধকার। সাহিত্যের প্রায় সবক্ষেত্রেই তাঁর অনায়াস গতি ছিল। বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি বিভাগ তাঁর স্পর্শে সোনার মত প্রদীপ্ত ও সার্থকরূপ পেয়েছে। এ হেন কবির জন্ম ১৮৬১ খ্রীঃ ৭ই মে (২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮) জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতা সারদা দেবী। বিস্ময়বালক রবির শিক্ষা জীবন শুরু হয় বাড়ির অন্দরমহল থেকেই। কিছুদিন নর্মাল স্কুল, ওরেয়েন্টাল সেমিনারীতে পরার পর তাঁর স্কুলে জীবনের ইতি। বাড়িতেই সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত চলত নিয়ম করে রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাচর্চা, শরীরচর্চা ও সঙ্গীতচর্চা।

  রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য নোবেল (১৯১৩) পুরস্কার পান। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল - বৌঠাকুরাণীর হাট, চোখের বালি, নৌকাডুবি, গোরা, ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ, শেষের কবিতা ইত্যাদি।

  ছোটগল্প লিখেছেন অজস্র, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেনাপাওনা, অতিথি, পোষ্টমাস্টার, ছুটি, ক্ষুধিতপাষাণ ইত্যাদি ছাড়াও আরও অনেক গল্প। রবীন্দ্রনাথ অনেক নাটক, প্রবন্ধ ও গান রচনা করেন। ১৯৪১ খ্রীঃ ৭ই আগষ্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ) তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

- **কাহিনী প্রসঙ্গ ঃ** রবীন্দ্রনাথের 'তোতাকাহিনী' গল্পটি তাঁর 'লিপিকা' গ্রন্থ থেকে সংকলিত। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৪ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যার 'সবুজপত্র' পত্রিকায়।

  'তোতা' শব্দটি ফারসী শব্দ। এই কাহিনীতে 'তোতা' রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মুক্তপ্রাণ, সহজসরল, কল্পনাপ্রবণ শিশু শিক্ষার্থীর প্রতীক এই পাখিটি। গল্পে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার আড়ম্বরকে বিদ্রুপ করা হয়েছে। তোতাপাখির সহজ স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাভাবিক ওড়া বা বেড়ানোতে ছেদ টেনে সোনার খাঁচায় বন্দি করে যদি কৃত্রিমভাবে শিক্ষিত করার আয়োজন করা হয় তবে তা ব্যর্থ হয়ে যায়। বর্তমান শিশু শিক্ষার্থীরাও প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার কৃত্রিম আড়ম্বরের শিকার। তারা আর সহজ গতিতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না। আবার অন্যদিকে পুঁথির বুলি আত্মীকরণ করতে না পেরে ব্যর্থ হচ্ছে, ফলে কাহিনীতে বর্ণিত তোতাপাখির মতই তাদের পরিণতি হচ্ছে।

  আসলে 'তোতাকাহিনী' একটি রূপকধর্মী গল্প। তোতা এখানে শিশু শিক্ষার্থীর রূপক, রাজা হলেন ইংরেজ শাসক, ভাগিনাদ্বয় সরকারের প্রতিনিধি, পণ্ডিতগণ শিক্ষক, নিন্দুক - সমালোচক, সোনার খাঁচা - বিদ্যালয়ের রূপক, গল্পে যেমন তোতাপাখির মৃত্যু ঘটছে, বাস্তবে তেমনি প্রচলিত পুঁথি নির্ভর লেখাপড়ায় শিশুর শৈশব হারিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ তার অপমৃত্যু ঘটছে। রবীন্দ্রনাথ চিরকালই প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন। আলোচ্য গল্পে তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

- **শব্দার্থ ঃ শাস্ত্র** - ধর্মগ্রন্থ, **বকশিস** - পুরস্কার, **পুঁথি** - গ্রন্থ, **লিপিকর** - পুঁথি যারা নকল করে, **কায়দা কানুন** - নিয়ম, বিধিব্যবস্থা, **কোঠাবালাখানা** - দোতলা পাকাবাড়ি, **দক্ষিণা** - কাজের পর পুরোহিতের পারিশ্রমিক, **নিন্দুক** - যে নিন্দা করে, **হদ্দমুদ্দ** - যথাসাধ্য, **নাকাড়া** - এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র, **স্যাকরা** - সোনারূপার অলংকার নির্মানকারী, **জগঝম্প** - ঢাকজাতীয় বাদ্যযন্ত্র, **ভেরী** - ঢাকের প্রকার বাদ্যযন্ত্র, **তুরী** - প্রাচীন রণবাদ্য, **কিশলয়** - কচি পাতা, **কোতয়াল** - নগররক্ষক কোটাল, **মুকুলিত** - মুকুল হয়েছে এমন, **অবিদ্যা** - অজ্ঞতা, **পসার** - খ্যাতি, পারিতোষিক - পুরস্কার, **শিরোপা** - উপাধি, **রোমাঞ্চ** - শিহরণ, **মৃদঙ্গ** - খোল, **আক্কেল** - কাণ্ডজ্ঞান, **তন্‌খা** — বেতন।

- **সংক্ষিপ্তপ্রশ্নাবলী ও উত্তরপত্র ঃ**

(১) 'লোকসান ঘটায়' — কে, কিভাবে লোকসান ঘটায়?

উত্তর ঃ বনের তোতাপাখি বনের ফল খেয়ে রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়।

(২) রাজার তোতাপাখির শিক্ষার ভার কার উপর পড়ল?

উত্তর ঃ রাজার তোতাপাখির শিক্ষার ভার পড়ল রাজার ভাগিনাদের উপরে।

(৩) 'স্যাকরা থলি বোঝাই করিয়া বকশিস পাইল' — স্যাকরা বকশিস পেল কেন?

উত্তর ঃ স্যাকরা তোতার শিক্ষার জন্য সোনার খাঁচা বানিয়ে দিয়েছিল বলে থলি বোঝাই বকশিস পেয়েছিল।

(৪) 'তারা পুঁথির নকল করিয়া ... পর্বত প্রমাণ করিয়া বুনিল।' - কাদের কথা এখানে বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ এখানে পুঁথি লেখকদের কথা বলা হয়েছে।

(৫) 'একি বেয়াদবি; - এখানে বক্তা কে? কার বেয়াদবির কথা বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ এখানে বক্তা হল রাজার কোতোয়াল।

.... এখানে তোতাপাখির বেয়াদবির কথা বলা হয়েছে, কারণ সে তার রোগা ঠোঁট দিয়ে খাঁচার শলা কাটার চেষ্টায় ছিল।

(৬) 'পাখিটার খবর কেহ রাখে না' - একথা কারা বলেছিল?

উত্তর ঃ একথা নিন্দুকরা বলেছিল।

(৭) 'নিন্দুক লক্ষ্মীছাড়া রটাইল' - কি রটাল?

উত্তর ঃ নিন্দুক রটাল যে, পাখিটা মারা গিয়েছে।

(৮) 'পাখি আসিল' - কোথায় এল? সঙ্গে কারা এল?

উত্তর ঃ পাখিকে রাজার সামনে আনা হল।

... পাখিটার সঙ্গে কোতোয়াল এল, পাইক এল, ঘোড়সওয়ার এল।

(৯) রাজা তোতাপাখিকে শিক্ষিত করতে চাইলেন কেন? তিনি কাদের উপর পাখিটাকে শিক্ষা দেবার ভার দিলেন?

উত্তর ঃ রাজার রাজ্যে যে মুর্খ পাখি ছিল, সে গান গাইত, শাস্ত্র পড়ত না, লাফাত, উড়ত, জানত না কায়দা কানুন কাকে বলে, তাই রাজা দেখলেন এই পাখি কোন কাজে আসে না, বনের ফল খেয়ে রাজহাটে লোকসান ঘটায়, তাই তিনি পাখিটাকে শিক্ষা দিতে চাইলেন।

... পাখির শিক্ষার ভার দিলেন তাঁর ভাগিনাদের উপর।

(১০) পাখিটার অবিদ্যার কারণ সম্পর্কে পণ্ডিতরা কি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন? এর কারণ দূর করার জন্য তারা কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ সামান্য খড়কুটো দিয়ে পাখি যে বাসা বাঁধে সেই বাসায় বিদ্যা বেশি ধরে না, এই কথাই পণ্ডিতরা জানালেন।

... এর কারণ দূর করার জন্য তারা পাখির শিক্ষার নিমিত্ত একটি ভাল খাঁচা তৈরীর সিদ্ধান্ত নিলেন।

(১১) 'তাদের সংসারে আর টানাটানি রহিল না।' কাদের সংসারে কেন টানাটানি রইল না?

উত্তর ঃ লিপিকরদের সংসারে আর টানাটানি অর্থাৎ অভাব রইল না। পণ্ডিতদের কথায় অসংখ্য পুঁথির নকল বানানোর জন্য পুঁথি লেখকদের ডাকা হয়। তারা এসে পুঁথির নকল, নকলের নকল করে পাহাড় প্রমাণ পুঁথি জমিয়ে ফেলল, কারণ পণ্ডিতরা জানিয়েছিল যে, পাখিকে শিক্ষা দেওয়া অল্প পুঁথির কর্ম নয়। তাই পুঁথির নকলের শেষে লিপিকরের দল বলদ বোঝাই করে পারিতোষিক নিয়ে বাড়ির পথে রওনা হল, তাদের আর সংসারে অভাব রইল না।

(১২) 'কথাটা রাজার কানে গেল' - কথাটা কি ছিল? রাজা কথা শুনে কাকে ডাকলেন? তিনি কি বললেন এবং রাজার কাছ থেকে কি পেলেন?

উত্তর ঃ কথাটা ছিল যে, খাঁচার উন্নতি হচ্ছে, কিন্তু পাখিটার খবর কেউ রাখে না।

.... কথাটা শুনে রাজা ভাগিনাকে ডাকলেন।

.... ভাগিনা রাজাকে জানালো যে, যদি সত্যি কথা শুনতে হয় তাহলে রাজা যেন স্যাকরা, পণ্ডিত, লিপিকর, মেরামতকারী, তদারককারীদের ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, নিন্দুকগুলো খেতে পায় না বলে মন্দ কথা বলে।

.... একথা শুনে রাজা বিষয়টা স্পষ্ট বুঝলেন এবং ভাগিনাদের গলায় সোনার হার চড়ল।

(১৩) 'নিন্দুকের যেন আচ্ছা করিয়া কান মলিয়া দেওয়া হয়' - একথা কে কোন্ প্রসঙ্গে বলেছিলেন?

উত্তর ঃ একথা রাজা বলেছিলেন যখন তিনি পাখির শিক্ষা কেমন চলছে দেখতে এসে শিক্ষার অতি প্রকট আয়োজনে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যাওয়ার সময় নিন্দুকের কথায় পুনরায় পাখির শিক্ষা ব্যবস্থার বিষয়টি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করে এই কথা বলেছিলেন।

(১৪) 'শুধু শব্দ নয়, পিছনে অর্থও কম নেই।' - প্রসঙ্গ উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ রাজাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভাগিনাগণ বিরাট আয়োজন করেছিল, নানা বাদ্যযন্ত্রে, স্তোত্রপাঠে রাজাকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিল, তাই এত শব্দ হয়েছিল যে রাজার কথার উত্তরে ভাগিনা বলেছিল এই আয়োজনের জন্য অনেক অর্থও খরচ করতে হয়েছে।

(১৫) 'গল্পের শেষে তোতার মৃত্যু আসলে কি নির্দেশ করে?

উত্তর ঃ শিশু শিক্ষার্থীর শৈশবের অপমৃত্যুকে নির্দেশ করে, কারণ এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভাল-মন্দ মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

Amit Kundu

****